Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২৫ চৈত্র ১৪৩২

08 April 2026

কালের কণ্ঠ

ঢাবিকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিতে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা, গবেষণা জোরদার, অটোমেশন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত উপাচার্য ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বলতাকে উচ্চশিক্ষার প্রধান সংকট হিসেবে তুলে ধরে শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কালের কণ্ঠের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মানজুর হোছাইন মাহি

এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম

কালের কণ্ঠ : আপনি তো এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাবেক শিক্ষার্থী। এখন উপাচার্য। এই যাত্রাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে যদি একটু বলতেন।

উপাচার্য : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হয়েছি, তার আগে এখানেই শিক্ষার্থী ছিলাম। আমার যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে, যশোর বোর্ড থেকে এইচএসসি পাস করার পর। বাগেরহাটের গ্রাম থেকে এসেছিলাম। তখন এরশাদের আমল, স্বৈরশাসনের সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘ সেশনজট ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সেশনে ভর্তি হই, কিন্তু প্রায় এক বছর তিন মাস পরে, অর্থাৎ পরের বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর আমাদের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

আমি ফজলুল হক হলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে ছিলাম। সিট সংকটে আমাকে গণরুম বা ডাবলিংয়ের মতো অবস্থায় থাকতে হয়েছে। মা-বাবা গ্রামে শিক্ষকতা করতেন। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া সীমিত টাকায়ই মাস চলত।

চার বছরের কোর্স শেষ করতে আমার প্রায় সাত বছর লেগেছে। থিসিস জমা দেওয়ার পর

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

ঢাবিকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিতে পাঁচ বছর মেয়াদি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কলারশিপ নিয়ে কানাডাতে গিয়েছিলাম। দেশে ফিরে রেজাল্ট পাই। এরপর এক বছর চার মাস রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছি। এর মধ্যে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলাম। তখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি হয়নি, পরে হয়েছিল, সেটায় আবেদন করি। সিলেটে যোগ দিতে যাওয়ার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নিয়োগ হয়ে যায়।

কালের কণ্ঠ : যখন ছাত্র ছিলেন তখন নিশ্চয়ই কিছু বিষয়ে মনে হয়েছে যে, এই সুবিধাগুলো থাকলে ভালো হতো। এখনো কি সেই সমস্যাগুলো দেখতে পান?

উপাচার্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীসংখ্যা অনেক, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা সীমিত। ৪০ বছর আগে বাংলাদেশ ছিল নবীন রাষ্ট্র। তখন স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রায় প্রতিদিন গুলির শব্দে ঘুমাতাম, গুলির শব্দে জাগতাম। যেকোনো সময় সংঘর্ষ লেগে যেত।

সেই তুলনায় এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। সেশনজটও কমেছে। তখন হল, লাইব্রেরি, সেমিনার—সব ক্ষেত্রেই আমরা কঠিন জীবন যাপন করেছি। এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছু পরিবর্তন এসেছে।

কালের কণ্ঠ : আপনি পদার্থবিজ্ঞান থেকে এসেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা পিছিয়ে আছে—এমন অভিযোগ আছে। এ বিষয়ে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

উপাচার্য : অবশ্যই আছে। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পার করে পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের দিকে যাচ্ছে। এই সময়ে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দরকার, যা বর্তমানে অপ্রতুল।

আমি এরই মধ্যে আইসিটি সেলের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষার্থীদের হয়রানি কমিয়ে দ্রুত সেবা দেওয়ার জন্য অটোমেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। রেজিস্ট্রার ভবন, বিভাগ, হল—সব জায়গায় অটোমেশন চালু হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসেও অটোমেশন চালু করা দরকার।

এ ছাড়া ল্যাবরেটরিতে বিশ্বমানের সুবিধা নিশ্চিত করতে চাই। একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চাই। সরকারের পক্ষ থেকেও শিক্ষায় গুরুত্ব বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই।

কালের কণ্ঠ : একটি প্রচলিত ধারণা আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মান আগে বেশি ছিল, এখন কমেছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উপাচার্য : শিক্ষার মান কমে গেছে, এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমাদের কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়, যাতে তা বর্তমান বাজার ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

তবে গত বছরগুলোতে সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। অটো পাস, জিপিএ ৫-এর প্রবণতা শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল করেছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীদের পাই, যদি তাদের ভিত্তি দুর্বল হয়, তাহলে এখানে এসে খুব বেশি উন্নতি করা কঠিন।

কালের কণ্ঠ : ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

উপাচার্য : বিশ্বের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সীমানা থাকে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি উন্মুক্ত। চারপাশে বহু প্রবেশ ও প্রস্থানপথ। পাশেই মেট্রো রেল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট ইত্যাদি। তাই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

তবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশপথ সীমিত করা এবং সরকার, সিটি করপোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তায় একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

কালের কণ্ঠ : আপনি উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব শেষে বিশ্ববিদ্যালয়কে কোথায় দেখতে চান?

উপাচার্য : অনেক কঠিন প্রশ্ন করেছেন। দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর অবশ্যই একটি পরিকল্পনা থাকে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—সব ক্ষেত্রেই এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বলা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না। এমন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীতে বিরল।

তবে বাস্তবতা হলো, এই বিশ্ববিদ্যালয় এখনো অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। একটি বড় সমস্যা হলো ব্যুরোক্রেসি। অনেক কাজ অপ্রয়োজনীয়ভাবে উপাচার্যনির্ভর হয়ে পড়ে, যেগুলো আসলে উপাচার্যের কাছে আসার প্রয়োজন নেই। এই জটিলতা অনেক সময় কাজের গতি কমিয়ে দেয়।

আমি মনে করি, প্রশাসনের সবাইকে নিয়ে বসে যদি কাজগুলোকে ক্লাসিফাই বা ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায়, তাহলে আমার ওপর চাপ কমবে। খুব শিগগিরই আমরা একটি ফাইভ ইয়ার্স ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান গ্রহণ করব। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিতে হলে কিউএস র‌্যাংকিং উন্নত করতে হবে।

আমাদের বিদেশি শিক্ষার্থী বাড়াতে হবে, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম জোরদার করতে হবে। এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাবে, আবার বিদেশি শিক্ষার্থীরাও এখানে আসবে। বিদেশি ফ্যাকাল্টি আনতে হবে, শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হবে।

আমি এরই মধ্যে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছি, কিছু ক্ষেত্রে তারা যেন আমাদের প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো উন্নয়নে সহায়তা করে।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনো সরকারই এদিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেয়নি। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে বিশেষ নজর দেওয়া হোক এবং আলাদা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হোক। বর্তমানে আমরা যে বাজেট পাই, তা দিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়ার পর গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না।

কালের কণ্ঠ : সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

উপাচার্য : কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

The New Age

Dhaka University vice-chancellor ABM Obaidul Islam with two books in hands along with others pose for photo after inaugurating the three-day 'Bangladesh Economics Summit' at Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium on the campus in the capital on Tuesday. — Press release

Three-day Bangladesh Economics Summit begins at DU

DU Correspondent

THE three-day 'Bangladesh Economics Summit' began at Dhaka University on Tuesday at the university's professor Muzaffar Ahmed Chowdhury auditorium.

The 7th edition of the summit, organised by the Dhaka University Economics Study Centre, was inaugurated by vice-chancellor professor ABM Obaidul Islam as the chief guest.

The summit is being held with the support of South-east Bank, said a press release issued by the university's public relations office.

Pro-vice-chancellor, administration, professor Sayema Haque Bidisha, dean of the faculty of social sciences professor Taiabur Rahman, economics department professor Selim Raihan, Southeast bank senior executive vice-president Abdus Sabur Khan, and Economics Study Centre president Anirban Ghosh addressed the inaugural session.

Two journals published by the Economics Study Centre were unveiled at the programme moderated by third-year students Afnan Osman and Jannatul Ferdous.

The New Age

Indian envoy meets DU VC, stresses academic cooperation

Staff Correspondent

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৫ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

08 April 2026

কালবেলা

আর ক'দিন পরই বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ 'বৈশাখী শোভাযাত্রা'। সেই শোভাযাত্রার জন্য মুখোশ ও বিভিন্ন প্রতিকৃতি বানাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার তোলা ›› নাসির উদ্দিন

কালের কণ্ঠ

পহেলা বৈশাখে শিরকমুক্ত শোভাযাত্রার আহ্বান হেফাজতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আসন্ন বাংলা নববর্ষের পহেলা বৈশাখে শিরকমুক্ত ও শালীনভাবে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা করার আহ্বান জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা জেনেছি, পহেলা বৈশাখ উদযাপনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় 'মঙ্গল' ও 'আনন্দ' নাম বাদ দিয়ে 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে এই বৈশাখী শোভাযাত্রা কতটা মুক্ত থাকবে তা নিয়ে আমরা সন্দিহান। তবে পহেলা বৈশাখে আমরা শিরকমুক্ত ও শালীনভাবে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে মঙ্গলবার পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীরা যুগান্তর

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৫ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

08 April 2026

নয়া দিগন্ত

খবরের কাগজ

The Business Standard

BRUSHING UP FOR BAISHAKH

A student of Dhaka University's Faculty of Fine Arts adds the finishing touches to a traditional mask on Tuesday, readying it for the Pahela Baishakh celebrations on 14 April. PHOTO: NAJIB DHAR